তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭১১

**পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেনের প্রশংসায় যুক্তরাষ্ট্রের**

**নিউ হ্যাম্পশায়ারের হাউস অভ্ রিপ্রেজেনটেটিভ আবুল বি খান**

ঢাকা, ১২ অগ্রহায়ণ (২৭ নভেম্বর) :

 যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের হাউস অভ্ রিপ্রেজেন্টেটিভ বাংলাদেশি-আমেরিকান আবুল বি খান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের কাছে প্রেরিত এক পত্রে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেনসহ বাংলাদেশের বর্তমান নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

 নিউ হ্যাম্পশায়ারে টানা পঞ্চমবারের মতো বিজয়ী হাউস অভ্ রিপ্রেজেনটেটিভ আবুল বি খান তাঁর চিঠিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনকে লিখেন যে, ‘ড. মোমেনকে নিউ ইংল্যান্ডের সাবেক বাসিন্দা হিসেবে সেখানকার জনসাধারণ তাঁকে এখনো কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে। সেখানে তিনি বাংলাদেশি কমিউনিটির কল্যাণে অনেক কাজ করেছেন।’

 আবুল বি খান বলেন, ‘বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশের জন্য আপনি যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন আমরা তার প্রশংসা করি। বিশেষ করে কোভিড-১৯ সংকটের সময় এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের মানুষের জন্য ভ্যাকসিন নিশ্চিত করতে আপনার অসাধারণ কাজ এবং নিষ্ঠার কথা মানুষ মনে রাখবে। আমি বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতে আপনি দেশের জন্য আরো অনেক মহৎ কাজ করে যাবেন।’

 এছাড়া চিঠিতে আবুল বি খান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রশংসা করে বলেন, ‘বাংলাদেশের নাগরিকদের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।’ তিনি একইসাথে নিউ হ্যাম্পশায়ারের হাউস অভ্ রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের জন্য যে কোনো সহযোগিতায় পাশে থাকার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

#

মহসীন/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/২১২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭১০

**বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে শোষিত মানুষকে কেউ শোষণ করতে পারতেন না**

 **--- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ অগ্রহায়ণ (২৭ নভেম্বর) :

 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেঁচে থাকলে শোষিত মানুষকে কেউ শোষণ করতে পারতেন না। সে ব্যবস্থা তিনি করতেন।

 আজ সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে জাতীয় সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতি এ সভার আয়োজন করে।

 অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

 মন্ত্রী বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল, তারা এবং তাদের বংশধররা চান বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের মানুষকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছিল, সেটা বাস্তবতা না হোক। তারা চান, এদেশের মানুষ আবার তাদের প্রজা হয়ে থাক। তিনি বলেন, খুনিরা সামরিক শাসনের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধুরকে এদেশের মানুষের মন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন। যে জিনিস রক্ত দিয়ে লেখা থাকে, যে জিনিস ভাগ করা যায় না, সেই জিনিস মুছে ফেলা যায় না। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এক ও অবিচ্ছেদ্য। তাই এই দুটোকে যেমন বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যাবে না, তেমনি ভোলাও যাবে না।

 মন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আবার গণতন্ত্রের পথে ফিরে এসেছে। বঙ্গবন্ধুর কাক্সিক্ষত বাংলাদেশ বিনির্মাণে তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আমরা যদি সেই চেষ্টায় সহযোগিতা করি, তাহলে শুধু বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণ হবে না, সেই সোনার বাংলায় যে মানুষ থাকবে তারাও উপকৃত হবেন। সেজন্য শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান তিনি।

 সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট মমতাজ উদ্দিন ফকিরের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি মোঃ নুরুজ্জামান, বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি এম এনায়েতুর রহিম, এটর্নি জেনারেল এএম আমিন উদ্দিন ও সিনিয়র আইনজীবী এডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ূন সংবিধান নিয়ে বক্তৃতা করেন।

#

রেজাউল/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/২১২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭০৯

**জাতিসংঘ সঠিকভাবে কাজ করতে পারলে সারাবিশ্বে শান্তি বিরাজ করতো**

 **--- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ অগ্রহায়ণ (২৭ নভেম্বর) :

 সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, পরাশক্তিসমূহের চাপে ও ভেটো প্রদানকারী দেশগুলোর কর্তৃত্বের কারণে জাতিসংঘ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারছে না। একই কারণে জাতিসংঘ বাংলাদেশ থেকে মায়ানমারে রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রত্যাবাসনে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারছে না। জাতিসংঘের কার্যকর ভূমিকার অভাবে বিশ্বে যুদ্ধ, সংঘাত, হানাহানি, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অশান্তি বিরাজ করছে। জাতিসংঘ সঠিকভাবে কাজ করতে পারলে সারাবিশ্বে শান্তি বিরাজ করতো। পৃথিবী রূপান্তরিত হতো সবার জন্য বসবাসযোগ্য একটি বিশ্বে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বসুন্ধরায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি মডেল ইউনাইটেড নেশনস ক্লাব আয়োজিত ÔThe North South University International Model United Nations Conference 2022Õ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যেটি ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টির দৃষ্টিনন্দন সুবিশাল ক্যাস্পাসের পাশাপাশি ২৫ হাজারের অধিক শিক্ষার্থী রয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়টির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা দিতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সদা প্রস্তুত। সে লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারকও স্বাক্ষর হতে পারে। কে এম খালিদ বলেন, এখানে বছরব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসব যথা: রবীন্দ্র, নজরুল, লালন ও লোকসংগীত উৎসব, নাটক ও নৃত্যানুষ্ঠান আয়োজিত হতে পারে। কেননা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নতুন প্রজন্মকে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদক ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখার অন্যতম হাতিয়ার। তাছাড়া সংস্কৃতি চর্চা ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা, মনন ও সৃজনশীলতা বিকাশেও অত্যন্ত সহায়ক।

 নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও সেশন চেয়ার প্রফেসর ড. আতিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অভ্ ট্রাস্টিজের সদস্য ও বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ইকোনমিস্ট ড. জুনায়েদ আহমেদ কামাল। গেস্ট অভ্ অনার হিসেবে বক্তব্য রাখেন চীনা দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর Yue Liwen I, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ড. জাকি জামান। স্বাগত বক্তৃতা করেন ফ্যাকাল্টি অ্যাডভাইজর আসিফ বিন আলী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি মডেল ইউনাইটেড নেশনস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সায়মা বিনতে রাইস।

#

ফয়সল/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/২০৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭০৮

**শেখ হাসিনার হাত ধরেই বাংলাদেশ আজ সোনার বাংলা হয়েছে**

 **---নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বোচাগঞ্জ (দিনাজপুর), ১২ অগ্রহায়ণ (২৭ নভেম্বর) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশকে ‘সোনার বাংলা’ গড়তে শপথ নিয়েছিলেন। তিনি শুরু করছিলেন; কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে তাঁকে সপরিবারে হত‍্যা করার কারণে সেটি হয়নি। বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরেই বাংলাদেশ আজ সোনার বাংলা হয়েছে। এ সোনার বাংলাকে আবার খান খান করে দিতে চায় স্বাধীনতা বিরোধীরা। আমরা সেটা হতে দেব না।

প্রতিমন্ত্রী দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিএনপি জামাত স্বাধীনতাবিরোধী মির্জা ফখরুলদের কাজ হচ্ছে দেশের মধ‍্যে একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা; দেশের মধ‍্যে একটা আতঙ্ক তৈরি করা। তিনি বলেন, দেশের মানুষের মধ‍্যে কোনো ক্ষোভ নাই। তারা ভালো আছে। ক্ষোভ আছে বিএনপির মধ্যে। তাদের ক্ষোভ হলো- বাংলাদেশে লুটতরাজ বন্ধ হয়ে গেছে। বাংলাদেশে পদ্মা সেতু হয়েছে। বাংলাদেশে রেললাইন হচ্ছে। নতুন নতুন রেলগাড়ি চলছে। নতুন নতুন জাহাজ আসছে। নতুন নতুন বিমান আসছে। সড়ক হচ্ছে। ব্রিজ হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী একদিনে ১০০টি ব্রিজ উদ্বোধন করেছেন। তারপরেও তারা বলছে দেশ ভালো নাই। এদের ক্ষোভটা হচ্ছে দেশে চুরি চামারি বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের যে চোর, দুর্নীতিবাজ, মানিলন্ডার বিদেশে টাকা পাচার করেছে। আদালতে প্রমাণিত হয়েছে। আমেরিকার এফবিআই’র লোক এসে সাক্ষী দিয়ে গেছে যে, সে টাকা পাচার করেছে। দেশের টাকা চুরি কইরা লুটপাট কইরা নিয়ে গেল সে হচ্ছে চোরের নায়ক। দেশের নায়ক নয়? তারেক হচ্ছে চোরের নায়ক, খুনি, ডাকাত, সন্ত্রাসী ও জঙ্গিদের গডফাদার। তাকে বানাইছে নেতা।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, দেশ ভালো চলছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ভাল চালাচ্ছেন। করোনা মহামারি, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ ইত‍্যাদি সংকট মোকাবিলা করছি। দেশ ভালোভাবে চলছে। বিএনপি একটা গোলযোগ লাগাতে চায়। তারা ঢাকায় মহাসমাবেশ করতে চায়। তাদের কথায় ৫০ লাখ মানুষ হবে। আনুক আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু রাস্তা বন্ধ করে কেনো? তারা ঢাকা শহর অচল করতে চায়। যান চলাচল বন্ধ করে দিতে চায়। দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়- এ ধরনের মতলব নিয়ে তারা রাজনীতি করছে। ‘‘অনেকে বলছে- বাংলাদেশের অর্থনীতি ভেঙে পরছে, বাংলাদেশ নাকি অচল হয়ে গেছে। বাংলাদেশ ধ্বংস হয়ে গেছে। অন্ধকারে চলে গেছে।’’ প্রতিমন্ত্রী বলেন, যদি বাংলাদেশের অর্থনীতি অচল হ য়ে যায় অন্ধকারে চলে যায় সবকিছু বিপর্যস্ত হয়ে যায়-তাহলে শীত আসার আগেই প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শীতার্তদের জন‍্য কম্বল পাঠানো সম্ভব! তিনি বলেন, গতকাল প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু টানেলের একটি টিউবের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির উদ্বোধন করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ‍্যে এরকম টানেল নাই। অর্থনীতি যদি ভেঙে পড়ে তাহলে এরূপ টানেল হয়?

বোচাগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ছন্দা পালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন‍্যান্যের মধ‍্যে বক্তব‍্য রাখেন পৌর মেয়র মোঃ আসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সৈয়দ আবু হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক আফছার আলী।

প্রতিমন্ত্রী এর আগে বিরল উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আব্বাস/২০২২/২০৫৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭০৭

**কৃষিজমি ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে**

 **--স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ অগ্রহায়ণ (২৭ নভেম্বর) :

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের জমি ও সম্পদকে অধিক উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার করতে হবে। কৃষিজমিতে ফসল উৎপাদনে সকলকে আরো মনোযোগী এবং সমবায় সমিতিসমূহের সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে৷

আজ রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে ‘বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ড. আখতার হামিদ খান পল্লী ও সমবায় উন্নয়ন পদক প্রদান’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এসব কথা বলেন৷

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শোষণ ও দুর্নীতিমুক্ত সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন৷ এখন জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণের জন্য সমবায় সমিতিসমূহকে কাজ করে যেতে হবে৷ সকলের অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতিকে ভূমিকা রাখতে হবে বলে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী উল্লেখ করেন৷

মন্ত্রী আরো বলেন, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউসিসিএ)-এর সমবায়ীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে৷ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বিদ্যমান থাকলে সমবায় সমিতিগুলো অধিক কার্যকর করে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা সম্ভব।

প্রধান অতিথি বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের পুরস্কারপ্রাপ্ত সদস্যদের মধ্যে ‘ড. আখতার হামিদ খান পল্লী ও সমবায় উন্নয়ন পুরস্কার ও পদক’ প্রদান করেন৷

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য এবং সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের সভাপতি খন্দকার বিপ্লব মাহমুদ উজ্জ্বল৷

#

রুবেল/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/আব্বাস/২০২২/১৭৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭০৬

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১২ অগ্রহায়ণ (২৭ নভেম্বর) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৬৭ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ৩৯৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৩১ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৮৫ হাজার ৫৭৮ জন।

#

কবীর/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/রেজাউল/২০২২/১৬৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭০৫

**শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক**

**তথ্য প্রযুক্তিখাতে বিনিয়োগ বাড়াতে শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে**

যশোর, ১২ অগ্রহায়ণ (২৭ নভেম্বর) :

 শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক আগামীতে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বক্তারা। তারা বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে নতুন নতুন ব্যবসায়িক ধারণা নিয়ে নবীন উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসছেন। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে এখাতে সৃষ্ট সুযোগের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে বাংলাদেশ দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে।

 আজ তথ্য অধিদফতরের উদ্যোগে যশোরের শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে ‘চতুর্থ শিল্প বিপ্লব: বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের প্রস্তুতি ও চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক কর্মশালায় বক্তারা এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

 কর্মশালায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তৃতা করেন তথ্য অধিদফতরের ইনোভেশন টিম লিডার ও সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার মোঃ আবদুল জলিল। তথ্য অধিদফতরের সিনিয়র তথ্য অফিসার এ এইচ এম মাসুম বিল্লাহর সঞ্চালনায় কর্মশালায় শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের মহাব্যবস্থাপক মেজর (অবঃ) এম ইউ সিকদার, আইটি ইঞ্জিনিয়ার শুকলাল কুমার, কেনার হাটের কো-ফাউন্ডার মোঃ নাহিদুল ইসলাম, টেকনোসফট গ্লোবাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ শাহজালাল এবং শিখো টেকনোলজিস বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপক মোঃ বেনজির আলম বক্তৃতা করেন।

 মোঃ আবদুল জলিল বলেন, শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক দেশের আইসিটি ইন্ডাস্ট্রির সূতিকাগার। দেশ-বিদেশের আইটি শিল্প উদ্যোক্তারা আগামীতে এখানে নতুন বিনিয়োগ চিন্তা নিয়ে এগিয়ে আসবেন। এ পার্ক রাজধানী ঢাকার বাইরে যশোরে আইটি খাতে বিশাল কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। এই সফটওয়্যার পার্কের সুবিধা নিয়ে স্টার্ট আপের মাধ্যমে নতুন আইডিয়া বেরিয়ে আসবে। এখান থেকেই সফল নতুন ব্যবসার পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। তিনি ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে যশোরের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী পণ্য বিপণনের জন্য উদ্যোক্তাদের পরামর্শ দেন।

 পার্কের মহাব্যবস্থাপক বলেন, সরকার যশোরকে দেশের প্রথম ডিজিটাল জেলা হিসেবে ঘোষণা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পাশাপাশি আইটি খাতে উদ্যোক্তা তৈরিতে এই বিশেষায়িত পার্ক স্থাপন করেছে। বর্তমানে এ পার্কে ৫৪ জন বিনিয়োগকারী রয়েছেন। তারা মূলত সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, স্টার্ট আপ ডেভেলপমেন্ট, ই-কমার্স, ফ্রিল্যান্সিং, আউটসোর্সিং, কল সেন্টার খাতে বিনিয়োগ করেছেন বলে তিনি জানান।

 কর্মশালায় উদ্যোক্তারা জানান, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে উদ্যোক্তারা কম খরচে নিজেদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছেন। এখানে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সুবিধা রয়েছে। ফলে বড় বড় আইটি প্রতিষ্ঠান এই পার্কে বিশাল পরিসরে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আইটিখাতের স্টার্ট আপদের সম্পূর্ণ বিনা খরচে অফিস পরিচালনার সহায়তা দেয়ায় তারা সরকারের প্রশংসা করেন। তারা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পরিচালনার জন্য সহজ শর্তে ফাইন্যান্সিং সুবিধা প্রদান এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে অভিজ্ঞতার শর্ত শিথিল করার পরামর্শ দেন।

 উল্লেখ্য, যশোরে নাজির শঙ্করপুর এলাকায় ৩১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২ একর জমির ওপর শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করা হয়। কর্মশালা শেষে তথ্য অধিদফতরের ইনোভেশন টিমের সদস্যরা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের কার্যক্রম ঘুরে দেখেন।

#

মাসুম/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/১৭২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭০৪

**অপতৎপরতার বিরুদ্ধে প্রয়োজনে কঠোর ব্যবস্থা**

 **---তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ অগ্রহায়ণ (২৭ নভেম্বর)

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বিএনপি যদি জনগণের জীবনযাত্রার ব্যত্যয় সৃষ্টি করে, ঢাকা শহরে ব্যস্ততম সড়ক বন্ধ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নয়াপল্টনে সমাবেশ করতে চায়, সরকার তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে।’

একইসাথে মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা জানি ঢাকা শহরে অগ্নিসন্ত্রাসীরা লুকিয়ে আছে, ঘাপটি মেরে বসে আছে। সভা উপলক্ষ্যে তারা ধীরে ধীরে আবার বের হওয়ার চেষ্টা করছে। বিএনপির যে সমস্ত নেতা বড় গলায় কথা বলছেন, তারা এই অগ্নিসন্ত্রাসের অর্থদাতা, মদতদাতা, হুকুমদাতা। প্রয়োজনে সরকার তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।’

আজ রাজধানীতে সিরডাপ মিলনায়তনে বিএনপি প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ড. হাছান বলেন, ‘গতকাল বিএনপি কুমিল্লায় সমাবেশ করেছে। আপনারা হয়তো জানেন, শতাধিক গরু জবাই করে তারা একটি বড় পিকনিক করেছে কুমিল্লায়। পিকনিকের আয়োজন এমন যে, আগের রাত্রে অনেক মানুষ ছিলো পরের দিন অনেকেই চলে গেছে। কুমিল্লার জনসভায় মির্জা ফখরুল সাহেব অনেক কথা বলেছেন, তিনি এই কথাও বলেছেন যে, সরকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বরাদ্দ দেওয়ার কথা বলেছে কিন্তু তারা না কি নয়াপল্টনে সমাবেশ করতে চায়।’

সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘সরকার কাউকে জনজীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার এবং গণ্ডগোল করার সুযোগ দিতে পারে না। সৎ উদ্দেশ্যেই সরকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বরাদ্দ দেওয়ার কথা জানিয়েছে। কিন্তু বিএনপি একটি হীন ও অসৎ উদ্দেশ্যে নয়াপল্টনে সভা করতে চায়। নয়াপল্টনের সামনে কোনো মাঠ নেই, সেটি ঢাকা শহরের ব্যস্ততম বড় রাস্তা। সেই রাস্তা বন্ধ করে জনগণের দুর্ভোগ সৃষ্টি করে কেনো তারা সেখানে সভা করতে চায়! তাদেরকে পুলিশের পক্ষ থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বরাদ্দ দেওয়ার কথা প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছে, এরপরও মির্জা ফখরুল সাহেব অসৎ উদ্দেশ্যে এই সমস্ত কথাবার্তা বলছেন।’

**তামাকপণ্য নিয়ন্ত্রণে ৬ প্রস্তাব**

এর আগে সিরডাপ মিলনায়তনে ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অভ্ দ্য র‌্যুরাল পুয়র (ডরপ) এনজিও আয়োজিত ‘প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪০ সালের পূর্বেই তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনের অঙ্গীকার’ শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা দেন তথ্যমন্ত্রী। ধূমপানের নির্ধারিত এলাকা বিলুপ্তি, বিক্রয়স্থলে তামাকপণ্য প্রদর্শন বন্ধ, তামাকজাত কোম্পানির সিএসআর বন্ধ, তামাকপণ্য প্যাকেটে সতর্কবার্তার আকার বৃদ্ধি, খুচরা শলাকা বিক্রি নিষিদ্ধ এবং ই-সিগারেট ও হিটেড তামাকপণ্য নিষিদ্ধ করা-ডরপ উত্থাপিত এই ছয়টি প্রস্তাব সেমিনারে আলোচিত হয়।

আজীবন অধূমপায়ী ড. হাছান বিষয়গুলোর সাথে একমত পোষণ করেন এবং তামাক ও তামাকজাত পণ্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন পরিমার্জন করে সময়োপযোগী করার উদ্যোগের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানান। প্রস্তাবনাগুলো পরিমার্জিত আইনের খসড়ায় অন্তর্ভুক্তির জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যানের কাছে প্রদানের পরামর্শ দেন তথ্যমন্ত্রী।

ডরপ প্রেসিডেন্ট মোঃ আজাহার আলী তালুকদারের সভাপতিত্বে ও উপ-নির্বাহী পরিচালক মুহাম্মদ যোবায়ের হাসানের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল সমন্বয়ক (অতিরিক্ত সচিব) হোসেন আলী খোন্দকার, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক এবং ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস, বাংলাদেশ এর গ্র্যান্টস ম্যানেজার মোঃ আব্দুস সালাম মিঞা। সাংবাদিক, সুশীল সমাজ, বিড়ি শ্রমিক ও যুব ফোরামের প্রতিনিধিবৃন্দ এতে অংশ নেন।

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/আব্বাস/২০২২/১৬৫৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭০৪

**অপতৎপরতার বিরুদ্ধে প্রয়োজনে কঠোর ব্যবস্থা**

 **---তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ অগ্রহায়ণ (২৭ নভেম্বর)

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বিএনপি যদি জনগণের জীবনযাত্রার ব্যত্যয় সৃষ্টি করে, ঢাকা শহরে ব্যস্ততম সড়ক বন্ধ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নয়াপল্টনে সমাবেশ করতে চায়, সরকার তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে।’

একইসাথে মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা জানি ঢাকা শহরে অগ্নিসন্ত্রাসীরা লুকিয়ে আছে, ঘাপটি মেরে বসে আছে। সভা উপলক্ষ্যে তারা ধীরে ধীরে আবার বের হওয়ার চেষ্টা করছে। বিএনপির যে সমস্ত নেতা বড় গলায় কথা বলছেন, তারা এই অগ্নিসন্ত্রাসের অর্থদাতা, মদতদাতা, হুকুমদাতা। প্রয়োজনে সরকার তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।’

আজ রাজধানীতে সিরডাপ মিলনায়তনে বিএনপি প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ড. হাছান বলেন, ‘গতকাল বিএনপি কুমিল্লায় সমাবেশ করেছে। আপনারা হয়তো জানেন, শতাধিক গরু জবাই করে তারা একটি বড় পিকনিক করেছে কুমিল্লায়। পিকনিকের আয়োজন এমন যে, আগের রাত্রে অনেক মানুষ ছিলো পরের দিন অনেকেই চলে গেছে। কুমিল্লার জনসভায় মির্জা ফখরুল সাহেব অনেক কথা বলেছেন, তিনি এই কথাও বলেছেন যে, সরকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বরাদ্দ দেওয়ার কথা বলেছে কিন্তু তারা না কি নয়াপল্টনে সমাবেশ করতে চায়।’

সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘সরকার কাউকে জনজীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার এবং গণ্ডগোল করার সুযোগ দিতে পারে না। সৎ উদ্দেশ্যেই সরকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বরাদ্দ দেওয়ার কথা জানিয়েছে। কিন্তু বিএনপি একটি হীন ও অসৎ উদ্দেশ্যে নয়াপল্টনে সভা করতে চায়। নয়াপল্টনের সামনে কোনো মাঠ নেই, সেটি ঢাকা শহরের ব্যস্ততম বড় রাস্তা। সেই রাস্তা বন্ধ করে জনগণের দুর্ভোগ সৃষ্টি করে কেনো তারা সেখানে সভা করতে চায়! তাদেরকে পুলিশের পক্ষ থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বরাদ্দ দেওয়ার কথা প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছে, এরপরও মির্জা ফখরুল সাহেব অসৎ উদ্দেশ্যে এই সমস্ত কথাবার্তা বলছেন।’

**তামাকপণ্য নিয়ন্ত্রণে ৬ প্রস্তাব**

এর আগে সিরডাপ মিলনায়তনে ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অভ্ দ্য র‌্যুরাল পুয়র (ডরপ) এনজিও আয়োজিত ‘প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪০ সালের পূর্বেই তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনের অঙ্গীকার’ শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা দেন তথ্যমন্ত্রী। ধূমপানের নির্ধারিত এলাকা বিলুপ্তি, বিক্রয়স্থলে তামাকপণ্য প্রদর্শন বন্ধ, তামাকজাত কোম্পানির সিএসআর বন্ধ, তামাকপণ্য প্যাকেটে সতর্কবার্তার আকার বৃদ্ধি, খুচরা শলাকা বিক্রি নিষিদ্ধ এবং ই-সিগারেট ও হিটেড তামাকপণ্য নিষিদ্ধ করা-ডরপ উত্থাপিত এই ছয়টি প্রস্তাব সেমিনারে আলোচিত হয়।

আজীবন অধূমপায়ী ড. হাছান বিষয়গুলোর সাথে একমত পোষণ করেন এবং তামাক ও তামাকজাত পণ্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন পরিমার্জন করে সময়োপযোগী করার উদ্যোগের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানান। প্রস্তাবনাগুলো পরিমার্জিত আইনের খসড়ায় অন্তর্ভুক্তির জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যানের কাছে প্রদানের পরামর্শ দেন তথ্যমন্ত্রী।

ডরপ প্রেসিডেন্ট মোঃ আজাহার আলী তালুকদারের সভাপতিত্বে ও উপ-নির্বাহী পরিচালক মুহাম্মদ যোবায়ের হাসানের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল সমন্বয়ক (অতিরিক্ত সচিব) হোসেন আলী খোন্দকার, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক এবং ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস, বাংলাদেশ এর গ্র্যান্টস ম্যানেজার মোঃ আব্দুস সালাম মিঞা। সাংবাদিক, সুশীল সমাজ, বিড়ি শ্রমিক ও যুব ফোরামের প্রতিনিধিবৃন্দ এতে অংশ নেন।

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/আব্বাস/২০২২/১৬৫৪ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭০৩

***মোহাম্মদ হানিফের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে*****প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১২ অগ্রহায়ণ (২৭ নভেম্বর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৮ নভেম্বর *মোহাম্মদ হানিফের ১৬তম মৃত্যুবার্ষিকী* উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত সফল মেয়র এবং ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সভাপতি মোহাম্মদ হানিফের ১৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে তাঁর মাগফেরাত কামনা করছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একজন ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন মোহাম্মদ হানিফ। বাঙালির মুক্তি-সনদ ৬-দফা ঘোষণার সময় থেকে তিনি জাতির পিতার একান্ত সহকারি হিসেবে অত্যন্ত একাগ্রতা ও বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধসহ স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলন ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এই জননেতা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

বিএনপি-জামাত জোট সরকারের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাধীনতাবিরোধী ঘৃন্য অপশক্তি ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে গ্রেনেড হামলা চালায়। সেদিন মোহাম্মদ হানিফসহ দলের নেতারা মানব-ঢাল তৈরি করে আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। মস্তিষ্কসহ তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশে গ্রেনেডের অসংখ্য স্প্রিন্টার ঢুকে পড়ে। তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। দীর্ঘ চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হলেও মস্তিস্কের স্প্রিন্টার নিয়েই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তথা বাংলাদেশের একজন নিবেদিতপ্রাণ, ত্যাগী, পরীক্ষিত এবং দেশপ্রেমিক নেতা হিসেবে মোহাম্মদ হানিফ মানুষের হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় বেঁচে থাকবেন আজীবন।

আমি আশা করি, মোহাম্মদ হানিফের সংগ্রামী জীবন ও কর্ম নতুন প্রজন্মের রাজনৈতিক কর্মীদের দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করবে এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে নিবেদিত হয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিজেদের আত্মনিয়োগ করবে।

আমি মোহাম্মদ হানিফের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”

#

শাহানা/ডালিয়া/শাম্মী/রবি/আসমা/২০২২/১০০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭০২

**মেয়র মোহাম্মদ হানিফের মৃত্যুবার্ষিকীতে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১২ অগ্রহায়ণ (২৭ নভেম্বর)

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৮ নভেম্বর মেয়র মোহাম্মদ হানিফের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র ও ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ এর ১৬তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

ঐতিহ্যবাহী পুরানো ঢাকার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৪৪ সালের ১লা এপ্রিল মোহাম্মদ হানিফের জন্ম। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে রাজনীতিতে তাঁর হাতেখড়ি। মোহাম্মদ হানিফ ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একজন পরীক্ষিত নেতা। সততা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের গুণে রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি পদে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সফল।

মোহাম্মদ হানিফ বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অবিচল থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একজন সংগ্রামী নেতা হিসেবে আমৃত্যু জনগণের কল্যাণে কাজ করে গেছেন। তিনি ছিলেন দুঃখী মানুষের আপনজন। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধসহ বাঙালির প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে মোহাম্মদ হানিফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগের জনসভা চলাকালে ট্রাকমঞ্চে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার ওপর গ্রেনেড হামলা হলে তিনি মানবঢাল রচনা করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে রক্ষার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালান। নিজের জীবন বাজি রেখে নেত্রীকে বাঁচাতে তাঁর আত্মত্যাগের এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নতুন প্রজন্মের রাজনীতিকদের নেতৃত্বের প্রতি অনুগত থাকতে উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

মোহাম্মদ হানিফ নীতি ও আদর্শের সাথে ছিলেন সবসময় আপসহীন। কোনো ধরনের প্রলোভন তাঁকে কখনো আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। এই কর্মবীর জননেতা ২০০৬ সালের ২৮শে নভেম্বর ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মোহাম্মদ হানিফ তাঁর কর্মের মাধ্যমে জনগণের হৃদয়ে চিরদিন বেঁচে থাকবেন।

আমি মোহাম্মদ হানিফ এর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/ডালিয়া/শাম্মী/রবি/শামীম/২০২২/৯.৫১ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার করা নিষেধ